ভোরের কাগজ

১৬

তাং OCT. 30 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পরিসংখ্যানের ফাঁকি

[illegible]কী রায় : পরিসংখ্যান যে সবসময় সত্যি কথা বলে না তার প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর এশিয়াউইকের জরিপ। এই জরিপে এশিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৩৭তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থান কোনো মতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মানের নির্দেশক নয়। কারণ জরিপে গুণগত মানের বিচারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পিছিয়ে। অন্য ক্ষেত্রগুলোতে পাওয়া পয়েন্ট গড় করে অবস্থান নির্ণয়ের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এই বিভ্রম।

এশিয়াউইকের সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, ছাত্র ভর্তি প্রতিযোগিতা ও প্রক্রিয়ায় বেশি পয়েন্ট পেয়ে ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৩৭তম। কিন্তু শিক্ষকদের গবেষণা, ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা, একাডেমিক মান ইত্যাদি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান একেবারে নিচের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক মন্তব্য করেছেন, জরিপে অবস্থান প্রথম দিকে থাকলেও এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত মান প্রমাণ হয় না।

জরিপ অনুযায়ী একাডেমিক সুনামের সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৭৯-এর মধ্যে ৭৭তম। এতে ২০ নম্বরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে মাত্র ৯ দশমিক ৫২। ফ্যাকাল্টি রিসোর্সে অবস্থান ৭৯-এর মধ্যে ৫১তম। যেসব মানদণ্ডে প্রাপ্ত নম্বরের এ সূচক তৈরি হয় তার মধ্যে রয়েছে ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সংখ্যা, বেতন, শিক্ষক প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় প্রভৃতি।

শিক্ষকদের গবেষণা কর্মের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান প্রায় পাদদেশে। ৭৯-এর মধ্যে ৬৫তম। এক্ষেত্রে মানদণ্ড ধরা হয় আন্তর্জাতিক জার্নালে শিক্ষকদের প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের সংখ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতির দিকটিও মোটেই সুবিধার নয়। এ সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৬৩তম। জরিপ অনুযায়ী শিক্ষকদের বেতন ও গবেষণার জন্য বরাদ্দের সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৪তম অবস্থানে আছে। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত সূচকে ৫৬তম।

শিক্ষক প্রতি বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত রচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন করেছে দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট। অবস্থান ৬১তম। ছাত্রদের ইন্টারনেট ব্যবহারের আনুপাতিক হারের অবস্থা আরো শোচনীয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন দশমিক শূন্য ১ পয়েন্ট। অবস্থান ৬৯তম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে স্টুডেন্ট সিলেকটিভিটি সূচকে। এ সূচকে কতো বেশি ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে কতোজন, কোন প্রক্রিয়ায় ভর্তি হয় তা যাচাই করা হয়।

সব মিলিয়ে গড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান হয়েছে ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৭তম। এ বছরের গত ২৩ এপ্রিল জরিপটি 'এশিয়াউইক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য অধ্যাপক শাহাদাত আলী এ সম্পর্কে বলেন, কিছু কিছু ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিই পিছিয়ে আছে। তবে এগুলো কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে প্রশাসন সচেষ্ট। গত ১০ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অবস্থানই ছিল না। সে তুলনায় এখনকার অবস্থা অনেক ভালো।

ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাইয়ের পদ্ধতিটি সঠিক বলে মনে হয় না। এ অবস্থান নির্ভর করে কোন সূচকের গুরুত্ব কতোটা দেওয়া হচ্ছে তার ওপর। ভর্তি কোটার বিষয়টি জরিপকারীরা জানলে ভর্তি রেটিং কমে যেতো। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত মান মোটেই প্রমাণিত হয় না। এ অবস্থান নিয়ে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস হীনমন্যতার প্রমাণ [illegible]ক নয়।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

পরিসংখ্যানের ফাঁকি

● প্রথম পাতার পর

অধ্যাপক [illegible] চৌধুরী বলেন, জরিপটা এমন কতোগুলো মানদণ্ড নিয়ে করা হয় যাতে একাডেমিক অবস্থান প্রকৃতভাবে উঠে আসে না। এতে একটা সামগ্রিক অবস্থান হয়তো বোঝা যায়।

অধ্যাপক হিরন্ময় সেনগুপ্ত বলেন, জরিপগুলোর ফলাফল নির্ভর করে আসলে সাংখ্যায়নিক গুরুত্বের ওপর। গবেষণাকে বেশি গুরুত্ব দিলে এ জরিপের ফলাফল অন্যরকম হতো। অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কতোটা অবদান রাখতে পারলেন তার ওপর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক ড. হাবিবুল্লাহ বলেন, গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা যাবে না। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের কথা বলা যেতে পারে যে এ অনুষদের শিক্ষক, শিক্ষার মান সবই সন্তোষজনক।